দীনেশ দে প্রযোজিত

পান্না হীরে চুনী

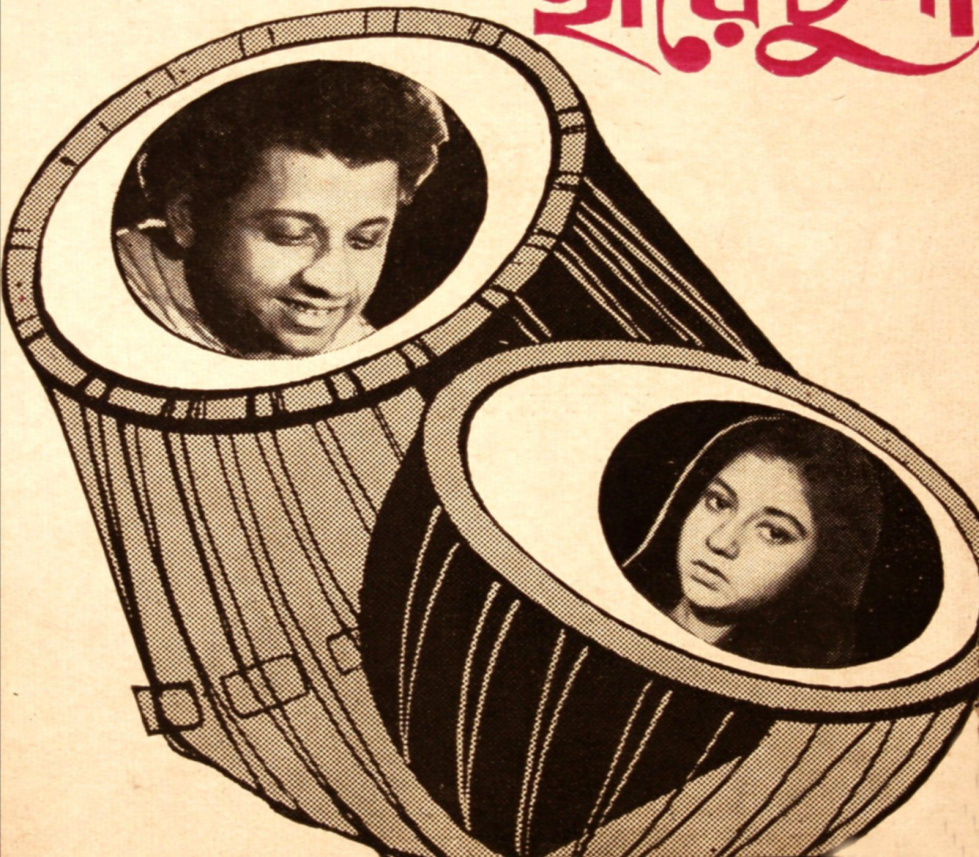

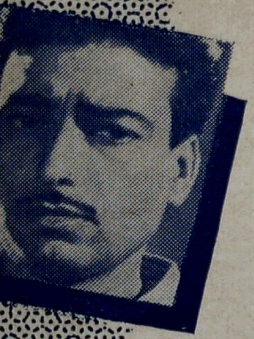

দীনেশ চিত্রম্
৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

স্বীকারোক্তি ঃ

বাংলা দেশের প্রদর্শক, পরিবেশক, শিল্পী ও কলাকুশলীরা আমায় ভালবাসেন, আর এই ভালবাসাকে মূলধন করে আমি ছবি করতে গিয়ে সফল হয়েছি। যে বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা আমায় ভালবেসেছেন সে বিশ্বাস আমি অক্ষুন্ন রাখবো। তাঁদের হাতে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক সফল ছবি তুলে দিয়ে। এ আমার গর্বের কথা নয়, আমি আত্মবিশ্বাসে নির্ভরশীল—তাই, হলপ করে বলতে পারি—তাঁদের আমি এমন একটি ছবি দেব, যে ছবি—বাংলার ছবি, বাঙালীর ছবি, যে ছবি বার বার দেখার মতো প্রাণের ছবি। এ ছবিতে অভিনয় নেই,—আছে প্রাণের স্পর্শ; এ ছবির গান—শুধু গান নয়, জীবন বীণার সুর। যে সুর বাঙলার আবাল-বৃদ্ধবণিতার একান্ত আপন— সে সুর—

"আজি এ আসরে আমার তোমরাই বন্ধু"

যাদের বন্ধুত্ব, সহযোগীতা আর শুভেচ্ছার "পান্না হীরে চুণী" সফল হতে চলেছে আমি তাঁদের হাতে ছবিটি তুলে দিয়ে ধন্য হতে চাই।

চিরকৃতজ্ঞ

দীনেশ দে

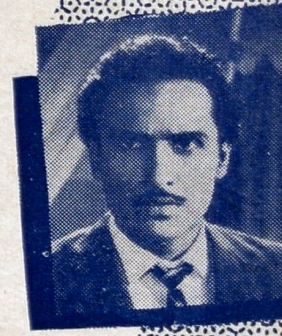

পরিচালনা • অমল দত্ত

সংগীত • অজয় দাস

দীনেশ চিত্রম প্রযোজিত ও পরিবেশিত

পান্না হীরে চুনী

দীনেশ চিত্রম্-এর প্রথম নিবেদন

পান্না হীরে চুনী

প্রযোজনা : দীনেশ চন্দ্র দে

পরিচালনা : অমল দত্ত সংগীত : অজয় দাস সম্পাদনা : রমেশ যোশী

কাহিনী : সুখেন দাস
চিত্রনাট্য : দেবনারায়ণ গুপ্ত
চিত্রগ্রহণ : শংকর ব্যানার্জী
শিল্পনির্দেশ : সঞ্জিত সেন
শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী ॥ অতুল চ্যাটার্জী
সংগীতগ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী
প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
সহকারী : পিন্টু দত্ত
গীতিকার : ব্রজেন্দ্র কুমার দে ॥ অজয় দাস
আনন্দ মজুমদার ও শিবদাস ব্যানার্জী

কর্মসচিব : পরিমল আইচ
সহকারী : মলয় নন্দী
পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
স্থির-চিত্রে : স্টুডিও বলাকা
প্রধান সহকারী ব্যবস্থাপক : সুধীর রায়
রূপসজ্জায় : দুর্গা চ্যাটার্জী
নৃত্য-পরিচালক : কানাই মজুমদার
সাজ-সজ্জায় : নীহার সেন (দি নিউ স্টুডিও)
পরিচয়-লিখন : কার্তিক সাহা
ব্যবস্থাপক : দেবু ব্যানার্জী
প্রধান সহকারী পরিচালনা : দেব দত্ত

পৃষ্ঠপোষক : **রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া**

নেপথ্য কণ্ঠে : শ্যামল মিত্র ॥ পিন্টু ভট্টাচার্য্য ॥ চন্দ্রানী মুখার্জী ॥ মৃণাল ব্যানার্জী ॥ তাপস চ্যাটার্জী ॥ সলিল মিত্র

সহকারী সংগীত পরিচালক : ওয়াই. এস. মুলকী ॥ সলিল মিত্র ॥ ভরত কারকী

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : মলয় সাহা ॥ অধীর ভট্টাচার্য্য ॥ চিত্রগ্রহণে : কান্তি তেওয়ারী ॥ বিশু মুখার্জী
সম্পাদনায় : কালীপ্রসাদ রায় ॥ শিল্প নির্দ্দেশনা : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জায় : তারাপদ পাইন ॥ ব্যবস্থাপনায় : নিতাই ও শংকর ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধিনাগ ॥ রথীন ঘোষ ॥
সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই
আলোক-নিয়ন্ত্রনে : হেমন্ত দাস ॥ মনোরঞ্জন দত্ত ॥ দেবেন দাস ॥ সুখরঞ্জন ॥ মংরু ॥ শম্ভু ব্যানার্জী ॥ নিতাই ॥ তপন সেন ॥ বিনয় ঘোষ

গল্পাংশ :

যাত্রার দলের বিবেক সেজে গান গায় গোপাল। সুরসিক শ্রোতাদের করতালিতে মুখর হয়ে উঠে যাত্রার আসর। মুগ্ধ জমিদার আনন্দের আতিশর্য্যে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন পল্লীবাংলার এক তরুণ সংগীত শিল্পীকে।

গোপাল বড় হবে, তার নাম হবে, যশ হবে কিন্তু গ্রামে তার সুযোগ কোথায়? রেডিও, ফিল্ম, রেকর্ড সবইতো কোলকাতায়। তাই শিবুদার পরামর্শে মা আর তার আদরের বোন চাঁপাকে সান্ত্বনার জালে জড়িয়ে গোপাল কোলকাতায় পাড়ি দিলো ভাগ্যের অনুসন্ধানে। বিচিত্র শহর কোলকাতা—আরো বিচিত্র তার চৌরঙ্গীর সন্ধ্যার আলো ঝলমল্ অভিসারিকা রূপ। দিশেহারা হয়ে যায় গোপাল। কিন্তু দিগদর্শন যন্ত্র তার কণ্ঠস্বর বেজে উঠে চৌরঙ্গীর জনবহুল রাজপথে। সংগীত রসিক পথচারীরা ঘিরে ধরে গোপালকে। গানের শেষে একে একে সবাই চলে যায় কিন্তু হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে ওই অঞ্চলের মোটর ক্লীনার রবি। আকাশভরা ভালবাসা নিয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে বলে গোপলকে—"আজ থেকে তুই আমার ভাই,আর আমি তোর দাদা। আমার ঘর, আমার রোজগার, আমার সব তোর জন্য—, তুই শুধু গান গেয়ে তাক্ লাগিয়ে দে সবাইকে।" গোপাল আজ ঘর পেয়েছে। তার প্রাণাধিক রবিদা আর

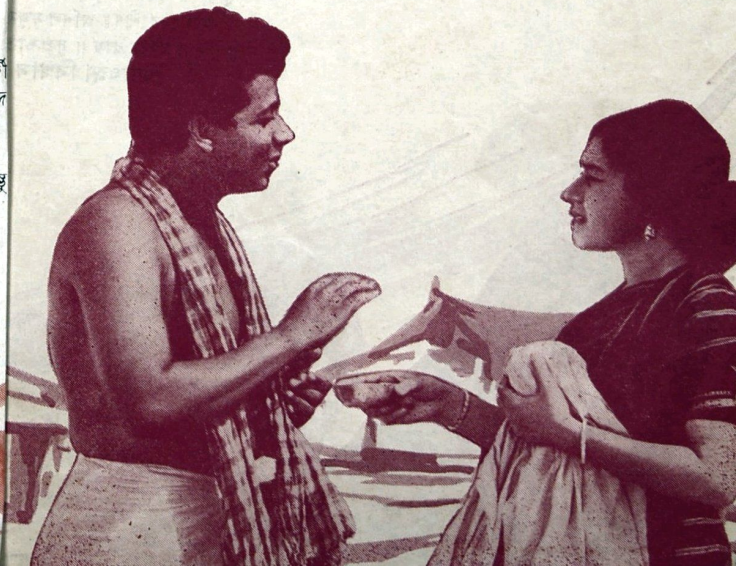

পেয়েছে সানাই বাজিয়ে ভোলাদাকে। কিন্তু ভোলাদার একমাত্র বোন টগর যেন কেমন ভানপিঠে আর বোম্বেটে ধরনের। গোপাল তাকে যমের মত ভয় পায় কেন?

কেন, কেন রবিকে না জানিয়ে গোপাল তার একমাত্র সোনার মেডেলটা বিক্রী করেছে তার জবাব দিতে গিয়ে নাজেহাল হয় গোপাল। কথায় বলে—"লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু," সেই লোভের তাড়নায় হৃত মেডেলটা উদ্ধার করার কৃতসংকল্পে ক্ষতবিক্ষত হয় রবি, তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে গোপাল। দু'চোখে অন্ধকার দেখে নিঃসম্বল ভোলাদা। তবে কি গোপাল চিরদিনের মতো অন্ধ হয়ে গেল? রবি চুরি করেছে? রবি চোর? অসম্ভব!

কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হয়, নইলে সেই ভানপিঠে-বোম্বেটে মেয়ে টগর আজ অন্ধের লাঠি! ধীর-স্থির সংসারী চিরন্তন ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক!

"কে জানে—কবে আবার দেখবো পৃথিবীটকে—" খাঁচার পাখী ছুটে পালাতে চায় টগরকে ফাঁকি দিয়ে পথে বেড়িয়ে পড়ে। গান ধরে, গান গায়—পয়সাও পায়। কিন্তু ভোলাদা ভিক্ষে করে খেতে চায়নি বলেই আজ সানাই ছেড়ে কুলি হয়েছে।

এই পথের গানেই মুগ্ধ হয় ইম্প্রেসারীও নিশীথ সান্যাল, মনে মনে ব্যবসায়ী জাল পাতে। ফেঁসে যায় সাদাসিধে মানুষ ভোলাদা।

গ্রাম ছেড়ে কোলকাতা এসেছে গোপালের মা আর বোন চম্পা।

মাতৃত্বের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিশীথ সান্যাল। বস্তি ছেড়ে প্রাসাদে এসেছে গোপাল। কিন্তু এ সুখ তার কাছে নির্বাসন বলে মনে হয়। তার ভোলাদা টগর—রবিদাকে ছেড়ে স্বর্গসুখও তার কাছে নরক বলে মনে হয়। জলসা, রেডিও, রেকর্ড—ক্রমে খ্যাতির উচ্চশিখরে ওঠে গোপাল। কিন্তু নিশীথ সান্যালের চক্রান্তে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক কি গোপালের হাতে পৌঁছে?

পাপ চাপা থাকে না। তাই নিশীথ সান্যাল ঠগবাজী, জোচ্চুরী করে যে সুখের নীড় গড়তে চেয়েছিলো, তার কি হোল?

অন্ধ গোপাল কি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল? পেয়েছিল কি তার হারানো ভোলাদা আর রবিদাকে?

ভোলা - রবি - গোপাল, যদি পান্না-হীরে-চুণী—তবে সে বোম্বেটে মেয়ে টগর কি?

রূপায়নে ঃ

অনুপ কুমার ॥ দিলীপ রায় ॥ নিরঞ্জন রায় ॥ শৈলেন মুখার্জী ॥ শিশির বটব্যাল ॥
অরুণ মুখার্জী (অতিথি) ॥ স্বপন কুমার ॥ সুনীলেশ ভট্টাচার্য্য ॥ শিবেন ব্যানার্জী ॥
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ॥ মনি শ্রীমানী ॥ প্রীতি মজুমদার ॥ পংকজ ॥ রানু ॥ অলক ॥
সুশীল ॥ মৃণাল ॥ চুণী ॥ সুধীর সাহা ॥ ভোলা বসু ॥ নারায়ণ ॥ শান্তি ॥
মাঃ দেবাশীষ ॥ অনিল মজুমদার ॥ চুনী দাসগুপ্ত ॥ দিলীপ দেবরায় ॥
অনু দত্ত ॥ মনীষ রায় ॥ সুপ্রভাত ॥ ভুলু চৌধুরী ॥ বাণী গাঙ্গুলী ॥ বেবী গুপ্তা
জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ সুখেন দাস ও রত্না ঘোষাল।

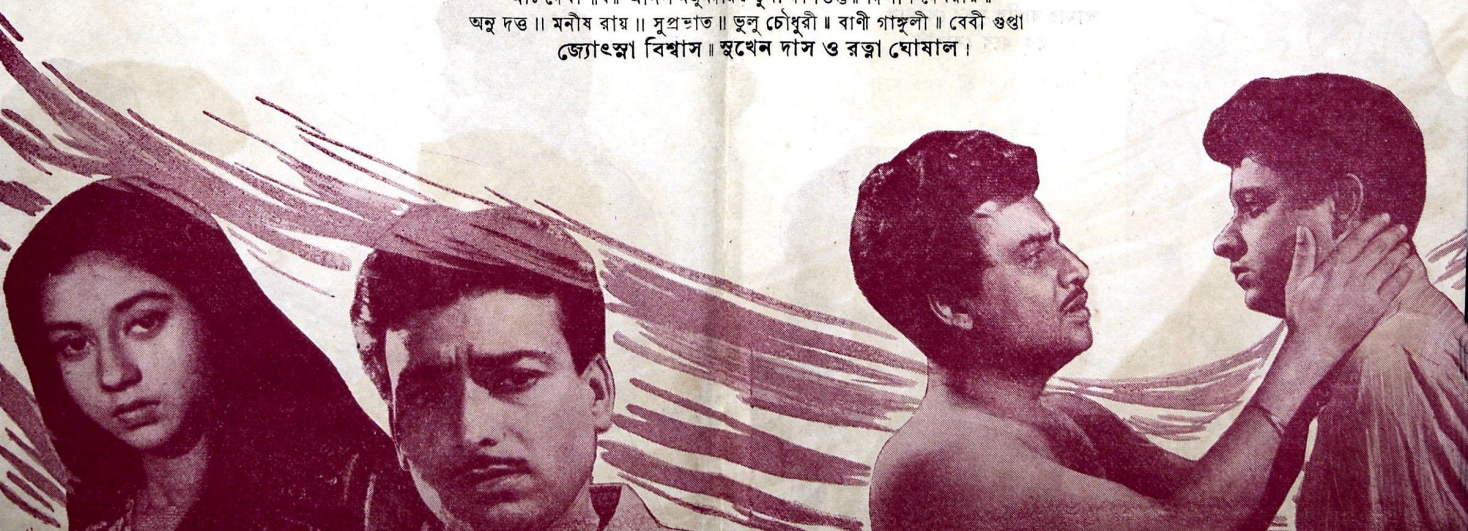

সংগীত

(১)

কথা :— ব্রজেন দে
শিল্পী—শ্যামল মিত্র

ওরে পামর
সাবধান : সাবধান :
ধর্ম এখনও হয়নি লুপ্ত
মরে নাই ভগবান ॥
পাতকের ভরা হয়েছে পূর্ণ
শক্তি দম্ভ করিতে চূর্ণ
স্ফটিক স্তম্ভ বিদারি আসিছে
নৃসিংহমূর্ত্তিমান ॥
ভাবিস না তোরা অজেয় অমর
তোদেরও মৃত্যু আছে রে পামর
তোদেরও মাথায় হানিতে আঘাত
আছে অসি খরশান ॥

(২)

কথা : শিবদাস ব্যানার্জী
শিল্পী : শ্যামল মিত্র

যেমন শ্রীরাধা কাঁদে শ্যামের অনুরাগী
তেমন করে কাঁদি আমি
পথেরই লাগি ॥
কোথায় আছে সে নিশানা
বলতে কে গো পারে
গোলক ধাঁধায় মরছি ঘুরে
গহিন আঁধিয়ারে
পথকে আমার দোসর করে হয়েছি বিবাগী
জানিনা পথ চিনিনা তো
কোথায় এসে মেশে
আঁধার ভেঙ্গে সূর্য্য কিগো
উঠবে আবার হেসে
আমার ব্যথার সুজন কোথায়
কে হবে সোহাগী ॥

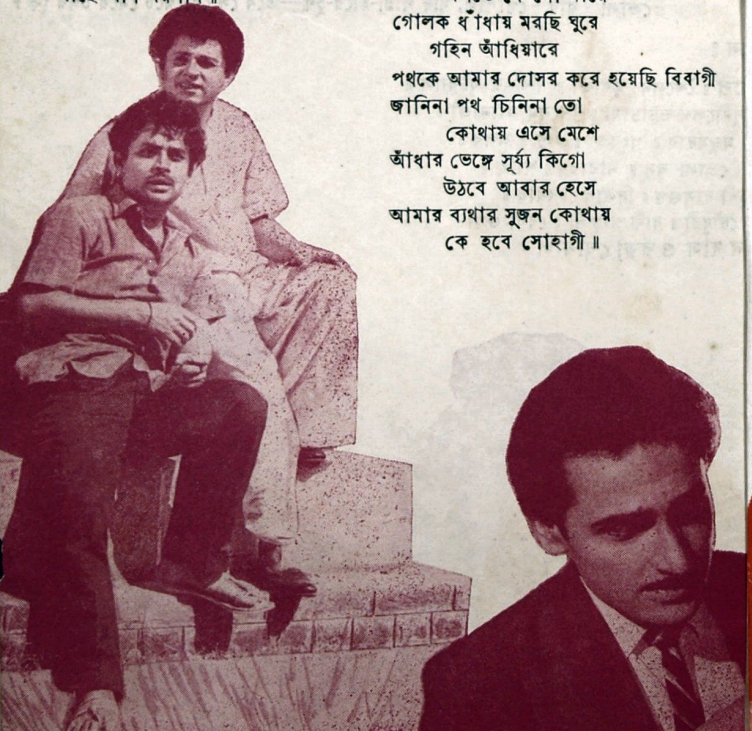

(৩)

কথা : শিবদাস ব্যানার্জী
শিল্পী : শ্যামল মিত্র, পিন্টু ভট্টাচার্য্য

সাহসা এলো বরষা বৈশাখে
মেঘের গুরু গুরু ঐ ডাকে
গরজে অম্বরে
সবুজ প্রান্তরে
অঝোরে নির্ঝর
বারিধি ঝরোঝরে
কাকলি কলরবে সাজালে উৎসবে
সাজেগো নব সাজে আজিকে
এ কল-কল্লোলে
বাতাসে ঢেউ তোলে
দোদুল দোলে মন
খুশীর বাদলে
মেঘের গানে গানে কি সুর যে বাজে
প্রাণে
আমি যে দিশাহারা আজিকে—

(৪)

কথা—অজয় দাস
শিল্পী—শ্যামল মিত্র

কে জানে—
কবে আবার দেখবো পৃথিবীটাকে,
এই ফুল এই আলো
আর হাসিটিকে ॥
এই আঁধারে, বলো কাহারে,
বন্ধু ভাবি
আমারি দ্বারে ॥
সব আছে-তবু নাই
একথা কাহারে শুধাই
বোঝাবে কে আমাকে ॥
কি চেয়ে আজ কি পেয়েছি
হিসাব তাহার হারিয়েছি
তবুও সূর্য্য খুঁজে ছুটেছি আশারই পিছে
স্বপ্ন রয়েছে বুকে—

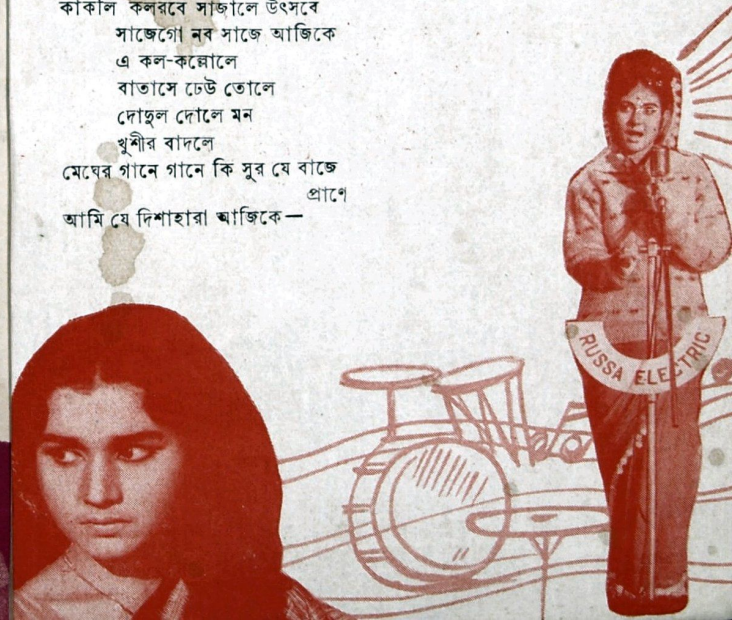

(৫)

কথা : আনন্দ মজুমদার
শিল্পী : চন্দ্রাণী মুখার্জী

বলোনা বলোনা
নেশা নেশা ভালবাসা উচ্ছল কেন করেনা
ঘুম ঘুম চোখে কেন খুশী খুশী রং ঝরেনা
ছন্দে মন ভরেনা
হায় হায় হায় হায় হায়রে হায়রে মরি হায়
আঃ আঃ আঃ আঃ
মন যে ছুটেছে উধাও
ঐ দূরে মন জুড়ে তুমি যদি আজও ধরা দাও
নীল জলে ঢেউ তুলে
স্বপ্ন স্বপ্ন নিয়ে শাম্পান কেন এলোনা
আঃ আঃ আঃ আঃ
এখানে শুধু হাসি গান
কাছে এসে ভালবেসে ভুলে যাবে যত
অভিমান
উতরোল হিল্লোল
অঙ্গে অঙ্গে ভরা যৌবনে দূরে থেকোনা ॥

(৬)

কথা : অজয় দাস
শিল্পী : শ্যামল মিত্র
আজি এ আসরে আমার
তোমরাই বন্ধুএ বেদনা জানাবার
এই অন্ধকারে মোর অন্তরালে
জ্বলে নিশিদিন কত যাতনা
বলো শুনবে কে তা
বলো বুঝবে কে তা
যদি আমি রইচির অজানা
তাই নিজেরেই দেবো উপহ
আমার এই একা থাকার পথকে করেছি
বন্ধু হয়েছে ব্যথা
বন্ধু হয়েছে রাতি
এত রিক্ত আমি তবু শিক্ত যে নই
পেয়ে হারাবার বঞ্চনাতে
জানি আছে হারাবার
তবু কিছুতো পাবার
আছি সে আশার বীজকাতে
জানি আসবে আলোরই জোয়ার ॥

(৭)

কথা : অজয় দাস
শিল্পী : শ্যামল মিত্র

পৃথিবী আমায় দাওগো বলে
দাওগো তোমার ঠিকানা
কত পথ ঘুরে ঘুরে
হয়েছি যে ক্লান্ত
পাইনি তবুও নিশানা
কত আর নদীপথে
ছেঁড়া পাল তরী নিয়ে
এলো মেলো পথ ধরে
চলি যাযাবর হয়ে
জানিনা ॥
আমারো যে বুক ভরা
আশা আছে, আছে গান ॥
আমারো যে চোখে আছে
স্বপ্নের সে তুফান
মেলেনা ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

পাণ্ডে ইণ্ডাষ্ট্রীজ ॥ ঋষি ব্যানার্জী (গৌরী, উত্তরপাড়া) নিরঞ্জন মণ্ডল গোবিন্দ টকীজ, ক্যানিং) ॥ ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও দি স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত এবং পি, আর, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত ॥

তত্বাবধায়ক : ধীরেন দাশগুপ্ত ॥ সহকারী : কমল দাস ॥ জ্ঞান ব্যানার্জী

বিশ্ব-পরিবেশনায়
দীনেশ চিত্রম্

ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৪১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬